১০০ কবিরা গুনাহ

এবং পরিত্রাণের উপায় (প্রশ্নোত্তর সহ)

গ্রন্থনায়: শায়খ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানি
দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদি আরব

আলোকিত
প্রকাশনী

১০০ কবিরা গুনাহ

এবং পরিত্রাণের উপায় (প্রশ্নোত্তর সহ)

গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০২৩
মুদ্রিত মূল্য: ৩৬৫ (তিনশত পঁয়ষট্টি) টাকা।
অনলাইন পরিবেশক: আলোকিত বই বিতান, রকমারি,
ওয়াফি লাইফ, ইখলাস স্টোর, নিউ লেখা প্রকাশনী (ইন্ডিয়া),
SalafiBooksbd.com, UmmahBD.com,
Sunnah Bookshop, Anaaba Books

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ: **নাঈম ইবনে আব্দুল্লাহ।**

www.alokitoboibitan.com | alokitoprokashonibd@gmail.com

সূচিপত্র

১. প্রকাশকের কথা ১৪

২. লেখকের কথাঃ ১৫

৩. কবিরা গুনাহ (বড় পাপ) কী? ১৬

৪. কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার মর্যাদা: ১৬

৫. কুফরি পর্যায়ের বড় পাপ সমূহ, সবচেয়ে বড় পাপ, ধ্বংসাত্মক পাপ সমূহ ১৭

৬. যে সব গুনাহ জান্নাতে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে: ২০

৭. দাইয়ুস কাকে বলে? ২৪

৮. অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কবিরা গুনাহ: ২৭

৯. সগিরা গুনাহ, ভয়াবহতা এবং কতিপয় উদাহরণ..... ৫১

১০. সগিরা বা ছোট গুনাহের ভয়াবহতা: ৫২

১১. সগিরা বা ছোট গুনাহের কতিপয় উদাহরণ: ৫৫

১২. প্রকাশ্য পাপাচার এবং গোপন পাপকর্ম জনসম্মুখে প্রকাশ করার ১০টি ভয়াবহ পরিণতি: যা জানলে আমাদেরকে অবশ্যই নতুন করে ভাবতে হবে ৫৭

১৩. প্রকাশ্য পাপাচার এবং গোপন পাপকর্ম জনসম্মুখে প্রকাশ করার ভয়াবহ পরিণতি: [১০টি]..... ৬০

১৪. ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ পাপাচার: ৬৫

১৫. ইসলাম নির্দেশিত যে সব চারিত্রিক অধ:পতনের কারণে সমাজিক মূল্যবোধ ধ্বংসের পথে..... ৬৬

১৬. প্রশ্ন: মনের পশুত্ব কীভাবে সহজে ধ্বংস করা যায়? .. ৭৩

১৭. পাপ থেকে বাঁচার ১০ উপায়: যা সকল মুসলিমের জানা আবশ্যক ৭৬

১৮. জিনা থেকে বাঁচার ১৫ উপায়:.....৮১

১৯. বিবাহ বিলম্ব হওয়ার কারণে জিনায় জড়িয়ে গেছে এমন বোন কিভাবে জিনা থেকে ফিরে আসবে? ৮৪

২০. সমকামিতা: ভয়াবহতা, শাস্তি ও পরিত্রাণের উপায় ... ৮৭

২১. ইসলামের দৃষ্টিতে সমকামিতার ভয়াবহতা:..... ৯০

২২. ইসলামি আইনে সমকামিতার শাস্তি: ৯১

২৩. প্রচলিত আইনে সমকামিতার শাস্তি: ৯২

২৪. কেউ যদি জন্মগত ভাবে সম লিঙ্গের দিকে আকর্ষণ অনুভব করে তাহলে তার কী করণীয়? ৯৩

২৫. ধর্ষণ: বর্তমান সমাজ চিত্র, কারণ ও প্রতিকার..... ৯৬

২৬. বাংলাদেশ সংবিধানে ধর্ষণের সংজ্ঞা: ৯৭

২৭. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, এর ৯ ধারা মতে ধর্ষণের সাজাসমুহ: ৯৮

২৮. ধর্ষণের প্রকারভেদ: (১০ প্রকার) ৯৯

২৯. ধর্ষণে শীর্ষস্থানে থাকা ১০ দেশ: ১০০

৩০. বাংলাদেশে ধর্ষণের পরিসংখ্যান: ১০২

৩১. ধর্ষণ বৃদ্ধির ১৬ কারণ:..... ১০৩

৩২. ধর্ষণ ঠেকাতে শুধু মানসিকতা পরিবর্তনই কি যথেষ্ট না কি আরও কিছু করণীয় রয়েছে? ১০৪

৩৩. ধর্ষণ, ইভটিজিং ও অবৈধ যৌন অপরাধ ঠেকাতে ইসলামের গৃহীত ১০টি পদক্ষেপ: ১০৫

৩৪. প্রশ্ন: পর্ণ ও অশ্লীল-নগ্ন ভিডিও দেখলে কি পরকালে আমাদের কোন আমল কাজে আসবে না বা সব আমল কি বরবাদ হয়ে যাবে? ১০৮

৩৫. পর্ণ ও অশ্লীল ভিডিও দেখার নানা কুফল:..... ১১০

৩৬. হারাম রিলেশন এবং ইবাদত.....১১১

৩৭. প্রশ্ন: বিবাহ পূর্ববর্তী কোন রিলেশনের কথা স্বামী / স্ত্রী কে জানানোর ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?..... ১১৩

৩৮. প্রশ্ন: ইসলামে ধর্ষকের শাস্তি কী? ১১৪

৩৯. "নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।" এ কথার ব্যাখ্যা ১১৫

৪০. রমজান মাসে শয়তানদেরকে শেকল বন্দি করার পরও কিভাবে তারা মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয় এবং কি কারণে মানুষ পাপ কাজ করে? ১১৭

৪১. প্রশ্ন: শয়তানদেরকে শেকল বন্দি করার পরও তারা কিভাবে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়? ১১৮

৪২. প্রশ্ন: শয়তানদেরকে শেকল বন্দি করার পরও কিভাবে মানুষ পাপাচার করে?..... ১১৯

৪৩. জন্ম সনদে জন্ম তারিখ পরিবর্তন করে তার মাধ্যমে চাকুরী করার বিধান ১২১

৪৪. প্রশ্ন: "টাখনুর নিচে কাপড় পড়লে যদি মনে অহংকার না আসে তবে তাতে সমস্যা নেই" এটা কি সঠিক?..... ১২৩

৪৫. সামাজিক অবক্ষয়ে ক্যাসিনোর ভয়াবহতা..... ১২৫

৪৬. ক্যাসিনো কি? ১২৫

৪৭. সামাজিক অবক্ষয়ে ক্যাসিনো: ১২৬

৪৮. ইসলামের আলোকে ক্যাসিনো: ১২৬

৪৯. সাহাবিগণের দৃষ্টিতে ক্যাসিনো: ১২৮

৫০. ক্যাসিনো থেকে বাঁচার উপায়: ১২৮

৫১. শরীরে ট্যাটু করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান, ভয়াবহতা এবং এ অবস্থায় ওজু-গোসল, সালাত ইত্যাদির নিয়ম ১২৯

৫২. ট্যাটু প্রথার বিস্তৃতি এবং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যতবাণী: ১৩০

৫৩. ট্যাটু করা শরীরের জন্য কতটা ক্ষতিকর? ১৩১

৫৪. শরীরে উল্কি ট্যাটু থাকা অবস্থায় অজু, গোসল এবং সালাত: ১৩২

৫৫. প্রশ্ন: ইসলামের দৃষ্টিতে নারীদের জন্য অলঙ্কার ব্যবহার কি বৈধ? আর শরীরে ট্যাটু বা উল্কি অঙ্কনের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে? ১৩৬

৫৬. বিড়ি, সিগারেট, গুল, জর্দা, সিসা, হুক্কা ইত্যাদি গ্রহণের বিধান ১৩৭

৫৭. যে সব কারণে ধূমপান হারাম: ১৩৮

৫৮. প্রশ্ন: কোনও ব্যক্তি যদি মুখ ফসকে/ রাগের বশে/ না বুঝে কোনও কুফরি কথা বলে ফেলে তাহলে তার করণীয় কি? সে কি কাফের হয়ে যাবে? ১৩৯

৫৯. গান-বাজনা ও নানা পাপাচার সংঘটিত হয় এমন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের বিধান: ১৪২

৬০. ইসলামের দৃষ্টিতে মিউজিক ১৪৪

৬১. মিউজিক হারাম হওয়ার ব্যাপারে হাদিস:..... ১৪৫

৬২. নাটক-সিনেমার নায়ক, গায়ক, অভিনেতা, মিউজিক কম্পোজিশনার, মডেল ইত্যাদির ভয়াবহ পরিণতি এবং তাদের এসব কাজ থেকে উপার্জিত অর্থের বৈধতা ১৪৮

৬৩. প্রশ্ন: অনেক জায়গায় দেখি, ঢোল, তবলা ও নানা রকম বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে জিকির করা হয়। এটা শরিয়ত সম্মত কি না?..... ১৫২

৬৪. প্রশ্ন: গান-বাজনা শোনা বৈধ কি? সেই সমস্ত টি,ভি সিরিজ যাতে অর্ধনগ্ন নারীদেহ প্রদর্শন হয় সেগুলো দেখা যাবে কি ?.....১৫৩

৬৫. যারা মিউজিক শুনে তাদের কানে উত্তপ্ত গলিত শিশা ঢেলে দেওয়ার হাদিসটি বানোয়াট ও বাতিল.... ১৫৫

৬৬. টিভিতে নিউজ দেখা ১৫৬

৬৭. বাবা-মা'দের প্রতি জরুরি সতর্ক বার্তা এবং একটি জিজ্ঞাসা "বাবা-মা মারা যাওয়ার পর সন্তানরা গান-বাজনা করলে তাদের কবরের আজাব বৃদ্ধি পায়" এ কথা কি সঠিক? ১৫৭

৬৮. প্রশ্ন: গুণগুণ করে নিজের শুনি এরকম করে কি গান গাওয়া যাবে যদি সেটাতে প্রেম ভালবাসা কথা বা বাক্য থাকে? এই ধরণের বাক্য বলার কারণে কি গুনাহ হবে?..... ১৫৯

৬৯. প্রশ্ন: মেয়েরা কি শিক্ষা সফর বা কলেজ ট্যুরে যেতে পারবে? ১৬১

৭০. স্কুল, মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে পিকনিকের আয়োজন, ব্যবস্থাপনা এবং তাতে অংশ গ্রহণের বিধান ১৬২

৭১. শিক্ষা সফরে ছেলেমেয়ে একসাথে শুধু দেখার উদ্দেশ্যে মাজারে যাওয়া যাবে কি? ১৬৫

৭২. নানা অপসংস্কৃতি: ১৬৭

৭৩. অন্নপ্রাশন কী?..... ১৬৮

৭৪. অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানটি কেন পালন করা হয়?..... ১৬৮

৭৫. শিশুর প্রথম ভাত খাওয়ার অনুষ্ঠানটি কোথায় সম্পাদন করা হয়? ১৬৯

৭৬. অন্নপ্রাশন বিধি:..... ১৬৯

৭৭. ইসলামি নিয়ম নবজাতক শিশুর মুখে তাহনিক করা: .১৭১

৭৮. দোকান, ক্যাশ কাউন্টার ও ব্যবসা সংক্রান্ত কতিপয় কুসংস্কার ও হিন্দুয়ানী ভ্রান্ত বিশ্বাস..... ১৭২

৭৯. শুভ-অশুভ বিষয়ে ইসলামের অবস্থান:..... ১৭৪

৮০. কিছু হিন্দুয়ানী ও ইসলাম বিরোধী বাক্য যেগুলো আমরা না জেনে ব্যবহার করে থাকি!..... ১৭৬

৮১. রাখীবন্ধন: একটি হিন্দুয়ানী উৎসব..... ১৭৭

৮২. রাখীবন্ধন কী?..... ১৭৭

৮৩. রাখীবন্ধন প্রথা কখন কিভাবে শুরু হয়? ১৭৮

৮৪. রাখীবন্ধন রাখীপূর্ণিমা উৎসব এর আয়োজন করা বা তাতে অংশগ্রহণ করা কি জায়েজ?..... ১৭৯

৮৫. প্রশ্ন: আমাদের সমাজে অনেক মানুষ যখন আশ্চর্যের কিছু দেখে বা শুনে তখন বলে "সবই আল্লাহর লীলা খেলা!" এ কথা বলার বিধান কি? আর যে বলবে তার বিধান কি?..... ১৮০

৮৬. ইসলামের দৃষ্টিতে 'পহেলা বৈশাখ ও পান্তা-ইলিশ ... ১৮১

৮৭. থার্টিফার্স্ট নাইট ইসলামি সংস্কৃতি নয় ১৮৩

৮৮. অশ্লীল সংস্কৃতি ও ভ্যালেন্টাইন ডে ১৮৭

৮৯. যৌতুক প্রথা, যৌতুক সংক্রান্ত কতিপয় জরুরি বিধিবিধান, সামাজিক ব্যাধী এবং দণ্ডণীয় অপরাধ.... ১৯১

৯০. প্রশ্ন: যৌতুক প্রথা কেন হারাম?..... ১৯১

৯১. দেনমোহর এবং আমাদের সমাজের বাস্তবতা:..... ১৯৪

৯২. যৌতুক সংক্রান্ত কতিপয় জরুরি বিধিবিধান:..... ১৯৫

৯৩. যৌতুক একটি অবৈধ ও ঘৃণিত প্রথা..... ১৯৭

৯৪. যৌতকু নয়; মোহর: ১৯৮

৯৫. যৌতুক একটি দণ্ডনীয় অপরাধ: ১৯৯

৯৬. তওবা-ইস্তিগফার এবং গুনাহমোচন: ২০০

৯৭. তওবার গুরুত্ব, শর্তাবলী এবং মর্যাদা ২০১

৯৮. তওবা কারীদের প্রতি আল্লাহ অত্যন্ত আনন্দিত হন: ২০২

৯৯. তওবার উপকারিতা:.....২০৫

১০০. তওবার শর্তাবলী: ২০৭

১০১. যে ব্যক্তি ক্ষমার যোগ্য নয়: ২০৮

১০২. সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তওবা করা আবশ্যক: ২০৯

১০৩. তওবা কারীদের দুটি ঘটনা:..... ২১০

১০৪. তওবার প্রতিদান: ২১৭

১০৫. জান্নাতের নির্মাণশৈলী ও উপকরণ সামগ্রী: ২১৮

১০৬. এমন ১৬টি নেকির কাজ যেগুলো দ্বারা আল্লাহ আমাদের গুনাহ মোচন করেন ২২০

১০৭. নেক আমল [সৎকর্ম] এর মাধ্যমে কোন ধরণের পাপ মোচন হয়?..... ২৩০

১০৮. প্রশ্ন: নিজের পাপ কাজের জন্য কি দুনিয়াতেই শাস্তি পেতে হবে? আর দুনিয়াতে শাস্তি পেলে কি আখিরাতে আবারও সে পাপের শাস্তি পেতে হবে? ..২৩১

১০৯. তওবায়ে নাসুহা এর সঠিক অর্থ এবং ভ্রান্তি নিরসন ২৩৪

১১০. তাওবায়ে নাসুহা এর সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা:.....২৩৪

১১১. তওবা নাসুহা-এর ভুল ব্যাখ্যা: ২৩৬

১১২. প্রশ্ন: মহামারী উপলক্ষে "তওবা দিবস" পালন কতটুকু জায়েজ?.....২৩৭

১১৩. আল্লাহ কি আমাকে ক্ষমা করবেন? ২৩৮

১১৪. পাপ যত বড়ই হোক মহান আল্লাহর নিকট যথার্থভাবে তওবা করলে তিনি তা ক্ষমা করে দেন...২৩৯

১১৫. অতীত জীবনের প্রতিটি পাপের জন্য কি আলাদা আলাদা তওবা করা জরুরি না কি সকল পাপের জন্য একবার তওবা করাই যথেষ্ট? ২৪১

১১৬. প্রশ্ন: তওবা দ্বারা সকল গুনাহ মাফ হবে মানুষের হক ব্যতীত নাকি আগে মানুষের হক পরিশোধ না করলে কোন ব্যাপারে তওবা কবুল হবে না? ২৪৪

কবিরা গুনাহ (বড় পাপ) কী?

الكبائر هي كل ذنب أطلق عليه في الكتاب أو السنة أو الإجماع أنه: كبيرة ، أو عظيم ، أو أخبر فيه بشدة العقاب ، أو علق عليه الحد ، أو لعن فاعله ، أو حرم من الجنة

"কবিরা গুনাহ হল সেই সব পাপ, যেগুলোকে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায় (সর্বসম্মতভাবে) বড় বা মহাপাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে অথবা যে পাপের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে অথবা যে অপরাধের ব্যাপারে ফৌজদারি দণ্ড নির্ধারিত রয়েছে অথবা যে পাপ করলে পাপীকে অভিসম্পাত করা হয়েছে অথবা জান্নাত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।"

কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার মর্যাদা:

মহান আল্লাহ বলেন,

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا

"যে সব বিষয় সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সেসব বড় গোনাহ গুলো থেকে বেঁচে থাকতে পার তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেব এবং সম্মান জনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করার।" [সূরা নিসা: ৩১]

তিনি আরও বলেন,

যে সব গুনাহ জান্নাতে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে:

১২. ঈমান না আনা:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلا مُؤْمِنٌ

"ইমানদার ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" [বুখারি ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩৮৮৯, ৬১৫৩ ও মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৫৫০]

তিনি আরও বলেছেন,

لا تَدْخُلُوا نَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا

"তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না।" [সহিহ মুসলিম, হা/৫৪]

১৩. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" [সহিহ মুসলিম, হা/৪৬]

১৪. অহংকার করা:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কবিরা গুনাহ:

৩৫. পেশাব থেকে পবিত্র না থাকা:

مَرَّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى قَبْرَيْنِ فَقالَ: إنَّهُما لَيُعَذَّبَانِ وما يُعَذَّبَانِ مِن كَبِيرٍ ثُمَّ قالَ: بَلَى أمَّا أحَدُهُما فَكانَ يَسْعَى بالنَّمِيمَةِ، وأَمَّا أحَدُهُما فَكانَ لا يَسْتَتِرُ مِن بَوْلِهِ.

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা দুটি কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম কালে বললেন, এ দুই করব বাসীর শাস্তি হচ্ছে। কিন্তু বড় ধরণের কোন পাপের কারণে এই শাস্তি হচ্ছে না। অতঃপর বললেন, হ্যাঁ এদের একজন পেশাব থেকে বাঁচত না আর অন্যজন লোকসমাজে চুগলখোরি করে বেড়াত।" (বুখারি ২১৬, ২১৮, ১৩৬১, ১৩৭৮, ৬০৫২, ৬০৫৫; মুসলিম ২/৩৪, হাঃ ২৯২, আহমাদ ১৯৮০)

৩৬. মিথ্যা কসম খাওয়া:

الكَبائِرُ: الإشْراكُ باللَّهِ، واليَمِينُ الغَمُوسُ

"কবিরা গুনাহ হলো, আল্লাহর সাথে শিরক (অংশী স্থাপন) করা ও মিথ্যা কসম খাওয়া।" [সহীহুল বুখারী ৬৬৭৫, ৬৮৭০, ৬৯২০, তিরমিযী ৩০২১, নাসায়ী ৪০১১, আহমাদ ৬৮৪৫, ৬৯৬৫, দারেমী ২৩৬০]

৩৭. মিথ্যা কথা বলা:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

آيَةُ المُنافِقِ ثَلاثٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ

"মুনাফিকের আলামত তিনটি। কথা বললে মিথ্যা বলে।"

সগিরা গুনাহ, ভয়াবহতা এবং কতিপয় উদাহরণ

প্রশ্ন: সগিরা বা ছোট গুনাহ কাকে বলে? এর ভয়াবহতা কতটুকু? সচরাচর মানুষ যে সব সগিরা গুনাহ করে সেগুলো কি কি? কিছু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলে উপকৃত হবো আশা করি।

উত্তর: নিম্নে সগিরা বা ছোট গুনাহের পরিচয়, এর ভয়াবহতা এবং কতিপয় উদাহরণ তুলে ধরা হল:

সগিরা গুনাহ(ছোট পাপ) কাকে বলে?

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া রহ. বলেন, "এ মাসয়ালায় (সগিরা গুনাহ বা ছোট পাপের পরিচয়ের ব্যাপারে) ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত কথাটি সবচেয়ে সঠিক। এটি আবু উবাইদ ও ইমাম আহমদ প্রমুখ উল্লেখ করেছেন। তা হল:

أن الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة

"সগিরা গুনাহ বা ছোট পাপ বলা হয় ঐ পাপকে, যা দুনিয়ার দণ্ড ও আখিরাতের দণ্ড (অবধারিত হয় এমন পাপ) থেকে নিম্ন পর্যায়ের।"(অর্থাৎ ছোট গুনাহ বলতে বুঝায়, যে সকল অপরাধের ক্ষেত্রে দুনিয়ায় আইনগত দণ্ড বিধি নেই (যেমন: হাত কাটা, পাথর মেরে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া, বেত্রাঘাত করা ইত্যাদি] অনুরূপভাবে আখিরাতেও নির্ধারিত কোনও দণ্ড বা শাস্তির কথা বলা হয়নি। যেমন: কবরের আজাব, জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ ইত্যাদি)।

আল্লামা মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমিন রহ. বলেন,

ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ পাপাচার:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

"যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন সেখানকার অবস্থাপন্ন লোকদেরকে নির্দেশ দেই কিন্তু তারা পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়লে তাদের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত অবধারিত হয়ে যায়। অনন্তর আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেই।" [সূরা ইসরা: ১৬]

বর্তমানে আমাদের সমাজে প্রচলিত অসংখ্য পাপাচার ও অন্যায় কর্মের মধ্যে অন্যতম হল,

১. শিরক। যেমন, মূর্তিপূজা, মূর্তি সংস্কৃতি, কবর ও মাজার পূজা, পীরবাবাদের নানা ধরণের শিরকি কর্মের মহড়া ইত্যাদি।

২. বিদয়াত। বর্তমানে আমাদের সমাজে অনেক সুন্নত হয়ে গেছে বিদয়াত আর বিদয়াত হয়ে গেছে সুন্নত!!

৩. নাস্তিকতা ও আল্লাহদ্রোহিতা।

৪. বাক স্বাধীনতা ও মুক্তমনার আড়ালে আল্লাহ, রসুল, কুরআন, দীন ও দীনের বিধিবিধানকে প্রকাশ্যে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা ও গালাগালি করা।

৫. ব্যাপক জুলুম-নির্যাতন।

৬. বেহায়াপনা ও জিনা-ব্যভিচারের সয়লাব।

প্রশ্ন: মনের পশুত্ব কীভাবে সহজে ধ্বংস করা যায়?

উত্তর: মানুষের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে ভালো কাজের প্রবণতা যেমন আছে তেমনটি আছে মন্দ কাজের প্রবণতা। সে যখন বিবেক দিয়ে ভাল-মন্দ পার্থক্য করতে সক্ষম হয় এবং হৃদয় দিয়ে সত্য-মিথ্যাকে উপলব্ধি করতে পারে তখন সে হয় সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ জীব। পক্ষান্তরে যখন তার মধ্য থেকে এ বৈশিষ্ট্য লোপ পায় তখন সে বনের হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ও গৃহপালিত পশু থেকেও নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। তাই তো আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

"আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে কিন্তু তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে কিন্তু তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট। তারাই হল গাফেল [শৈথিল্য পরায়ণ]। [সূরা আ'রাফ" ১৭৯]

জনৈক মনিষী বলেন, "আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বিবেক দিয়েছেন; কু-প্রবৃত্তি দেননি। পশুদেরকে কু-প্রবৃত্তি দিয়েছেন; বিবেক দেননি। আর মানুষকে কু প্রবৃত্তি ও বিবেক উভয়টি দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের বিবেক যখন তার কু-প্রবৃত্তির উপর প্রাধান্য পায়, তখন সে ফেরেশতাদের ঊর্ধ্বে চলে যায়। আর যখন তার কু-প্রবৃত্তি

বাংলাদেশ সংবিধানে ধর্ষণের সংজ্ঞা:

বাংলাদেশ সংবিধানে ধর্ষণের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত ষোল বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সাথে তার সম্মতি ছাড়া বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলক ভাবে তার সম্মতি আদায় করে, অথবা ষোল বৎসরের কম বয়সের কোন নারীর সাথে তার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করেছেন বলে গণ্য হবেন।" [বাংলাদেশ সংবিধান: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০]

অনুমতি প্রদানে অক্ষম [যেমন: কোনও অজ্ঞান, বিকলাঙ্গ, মানসিক প্রতিবন্ধী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি] এরকম কোনও ব্যক্তির সঙ্গে যৌনমিলনে লিপ্ত হওয়াও ধর্ষণের আওতাভুক্ত। ধর্ষণ শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে কখনো কখনো 'যৌন আক্রমণ' শব্দ গুচ্ছটিও ব্যবহৃত হয়। [উইকিপিডিয়া]

ধর্ষণের শিকার ব্যক্তিরা মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং আঘাত পরবর্তী চাপ বৈকল্যে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া ধর্ষণের ফলে গর্ভধারণ ও যৌন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির পাশাপাশি গুরুতর ভাবে আহত হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া, ধর্ষণের শিকার ব্যক্তি ধর্ষকের দ্বারা এবং কোনও কোনও সমাজে ভুক্তভোগীর নিজ পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের দ্বারা সহিংসতার শিকার হয়।

ধর্ষণ বৃদ্ধির ১৬ কারণ:

নানা কারণে ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়। তাই বিশেষ একটি কারণকে এ জন্য দায়ী বলা যাবে না। আমাদের সমাজে ধর্ষণ বৃদ্ধির জন্য যে সব মৌলিক কারণকে দায়ী করা যায় সেগুলো নিম্নরূপ:

১. আল্লাহর দীন থেকে দুরে সরে যাওয়া, মানুষের অন্তর থেকে আল্লাহ ভীতি উঠে যাওয়া এবং নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়।

২. জিনা ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত আল্লাহর বিধানকে অবমূল্যায়ন।

৩. অশ্লীলতার ছড়াছড়ি। যৌন আবেদন মূলক সিনেমা, নাটক, কনসার্ট, চলচ্চিত্রে ধর্ষণের দৃশ্য উপস্থাপন, দেওয়ালে দেওয়ালে অশ্লীল পোস্টার, কাছে আসার গল্প মার্কা অনুষ্ঠান, অশ্লীল ম্যাগাজিন, পাঠ্য বইয়ে যৌন শিক্ষার সুড়সুড়ি, বিদেশী টিভি চ্যানেল, পর্ণ ওয়েব সাইট, ইউটিউব, ফেসবুক সহ সর্বত্র উন্মুক্ত অশ্লীলতা।

৪. পর্দা হীনতা, অশালীন পোশাক, বেপরোয়া চলাফেরা এবং লাজ-লজ্জাকে নির্বাসন।

৫. আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকা বা বিচারকার্যে দীর্ঘসূত্রিতা।

৬. বর্তমান যুবসমাজের অসুস্থ ও নোংরা মানসিকতা।

৭. স্কুল, মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে সহশিক্ষা চালু থাকা।

৮. কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা।

৯. পারিবারিক সুশিক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার উদাসীনতা।

প্রশ্ন: বিবাহ পূর্ববর্তী কোন রিলেশনের কথা স্বামী /স্ত্রী কে জানানোর ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

উত্তর: বিজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন, স্বামী বা স্ত্রীর জন্য তার সঙ্গীর অতীত জীবন নিয়ে প্রশ্ন করা নাজায়েয। অনুরূপভাবে অতীত জীবনের যে পাপাচার থেকে তওবা করে নিয়েছে সেটা স্বামী/স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করাও বৈধ নয়।

কারণ এতে দাম্পত্য জীবনে ফাটল সৃষ্টি হতে পারে। অথচ সংসার ভেঙ্গে যাওয়ার ক্ষয় ক্ষতি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অপরিসীম তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বরং উভয়ের দেখা উচিৎ তার সঙ্গীর বর্তমান অবস্থা। যদি বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক হয় তাহলে পারস্পারিক ভালবাসা ও সদাচরণের সাথে ঘর-সংসার করবে; অন্যথায় তালাকের মাধ্যমে পৃথক হয়ে যাবে।

মনে রাখতে হবে, মানুষ যত বড় অন্যায় করুক না কেন তওবার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সব অপরাধ সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে দেন। তাই কারও অতীত নিয়ে ঘাটাঘাটি করা বৈধ নয় যদি সে তওবা করে নেয়।

এ ছাড়া হাদিসে আছে, কোন ব্যক্তি গোপনে পাপ করার পর যদি অন্যের সামনে তা প্রকাশ করে তাহলে সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা পাবে না। তাই স্বামী বা স্ত্রী তার সঙ্গীর অতীত জীবনের কোন পাপাচার বা অবৈধ বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা বা তা প্রকাশ করা জায়েয নয়।

জন্ম সনদে জন্ম তারিখ পরিবর্তন করে তার মাধ্যমে চাকুরী করার বিধান

প্রশ্ন: আমি যে বিষয়টি নিয়ে জানতে চাচ্ছি, তা শুধু আমার জন্য না। আমার ধারণা, এ দেশের লক্ষ তরুণ তরুণীর জন্যও একই মাসআলার প্রয়োজন। আমাদের দেশের একটি বড় সমস্যা হল, বেকার সমস্যা। হাজার হাজার তরুণ-তরুণী ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত সরকারি চাকুরীতে আবেদন করার সময় পায়। সমস্যাটি এখানেই। আমাদের দেশে প্রচলিত একটি রীতি হল, স্কুলে ফরম ফিলাপের সময় জন্ম তারিখ পরিবর্তন করে বয়স কমিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে অনেকের শিক্ষক আবার অনেকের বাবা-মা এ ব্যাপারটি করে থাকে। আমার প্রশ্ন হল: ১. এই ভাবে বয়স কমিয়ে দিয়ে [আসল ৩০ বছর বয়সে] সরকারি চাকুরী হলে তার উপার্জন হালাল হবে কিনা? ২. এই ভাবে বয়স কমিয়ে দিয়ে [আসল ৩০ বছর বয়সের পর] সরকারি চাকুরী হলে তার উপার্জন হালাল হবে কিনা? আশা করছি, রেফারেন্স সহ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির যথাযথ উত্তর পাবো।

উত্তর: স্কুলে ফরম ফিলাপ, জন্ম নিবন্ধন সনদ বা পাসপোর্ট তৈরির সময় প্রকৃত জন্ম তারিখের পরিবর্তে অন্য তারিখ ব্যবহার করা নি:সন্দে মিথ্যা ও প্রতারণার শামিল। ইসলামের দৃষ্টিতে তা কবিরা গুনাহ এবং দেশের প্রচলিত আইনেও অপরাধ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

গান-বাজনা ও নানা পাপাচার সংঘটিত হয় এমন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের বিধান:

প্রশ্ন: বিধর্মী দেশগুলোতে আমাদের যে সকল প্রবাসী মুসলিমগণ বসবাস করে তাদের অধিকাংশই বিধর্মীদের কালচার ফলো করে। তারা নানা ধরণের গান বাজনা, বেহায়াপনা পূর্ণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এখন তারা যদি আমাকে তাদের এ সব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য দাওয়াত দেয় তাহলে কি আমার সেখানে যাওয়া উচিৎ যদি আমি গানবাজনা, ছবি তোলা বা হারাম কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ না করি? উল্লেখ্য যে, পরিস্থিতির কারণে তাদের থেকে দূরে থাকাও সম্ভব নয়। আবার অংশ গ্রহণ না করলেও তাদের নানা ক্রিটিসাইজ মূলক কথা শুনতে হয়। এ ক্ষেত্রে আমি কিভাবে পরিস্থিতিটা হ্যান্ডল করতে পারি দয়া করে জানিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর: যে সব অনুষ্ঠানে নাচ, গান, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার এবং অন্যান্য পাপাচার সংঘটিত হয় সেখানে আল্লাহকে ভয়কারী এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তিকামী কোন ঈমানদারের যাওয়া উচিৎ নয়। শরীয়ত সম্মত কারণ ও দাওয়াতী স্বার্থ ছাড়া তাদের সাথে উঠবস করা হলে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

প্রশ্ন: অনেক জায়গায় দেখি, ঢোল, তবলা ও নানা রকম বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে জিকির করা হয়। এটা শরিয়ত সম্মত কি না?

উত্তর: ইসলামের দৃষ্টিতে বাদ্যযন্ত্র ও মিউজিক এর ব্যবহার সম্পূর্ণ হারাম এবং নিষিদ্ধ।

আর এই হারাম জিনিসকে যখন মহান আল্লাহর ইবাদত ও পূণ্য অর্জনের মাধ্যম বানানো হবে তখন তার ভয়াবহতা হবে আরও প্রকট। কেননা তা আল্লাহর জিকিরের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করার শামিল।

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কিয়ামতের পূর্বে এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষ গান-বাজনাকে হালাল মনে করবে। তিনি বলেন,

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

"আমার উম্মতের মধ্য থেকে এমন কিছু লোক আসবে যারা জিনা-ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ এবং বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।" [বুখারি হা/৫৫৯০-আবু মালেক আল আশআরী রা. হতে বর্ণিত]

সুতরাং বর্তমানে যারা বাউল, জারি, সারি, মুর্শিদি, কাওয়ালি, পালাগান ইত্যাদি গানে ঢোল, তবলা, একতারা, দোতারা, গিটার, বাঁশি হারমোনিয়াম সহ নানা অত্যাধুনিক বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে তথাকথিত আধ্যাত্মিক গান গায় বা বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে জিকির, মিলাদুন্নবি, ওরস মাহফিল ইত্যাদি উদযাপন করাকে পুণ্যের কাজ বা ইবাদত মনে করে করে তাদের উপর উক্ত হাদিসের প্রয়োগ

অন্নপ্রাশন কী?

অন্নপ্রাশন হল হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত একটি জনপ্রিয় প্রথা। আক্ষরিক ভাবে এর অর্থ হল 'প্রথম ভাত খাওয়া শুরু করা',এর মধ্য দিয়ে একটি শিশুকে শুধুমাত্র তরল খাদ্য থেকে কঠিন খাদ্য দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানটি সারা ভারতব্যাপী প্রচলিত,পশ্চিমবঙ্গে এটি মুখে ভাত, কেরলায় চরু, এবং হিমাচল প্রদেশের গাড়োয়াল অঞ্চলে ভাত খাওয়াই নামে পরিচিত। এই অনুষ্ঠানের পরবর্তীকাল থেকে বাচ্চাদের বুকের দুধ ছাড়িয়ে তাদের শুধুমাত্র শক্ত খাদ্য গ্রহণ অভ্যাস করানো শুরু করা হয়।

অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানটি কেন পালন করা হয়?

অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানটি শিশুর বৃদ্ধির পরবর্তী ধাপকে সূচিত করে। যদি বৈদিক যুগে ফিরে যাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানটি তখন সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া, ইরান, এমনকি পারস্যের মানুষজনেরাও পালন করতেন।অভিভাবকদের সংস্কৃতি এবং তাদের বাসস্থানের ভৌগলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে এই অনুষ্ঠানটি শিশুদের পাঁচ থেকে নয় মাস বয়সের মধ্যে কোন না কোন সময়ে পালন করা যেতে পারে। ঐতিহ্য অনুযায়ী সাধারণত চার মাসের কম বা এক বছরের বেশি বয়সের শিশুদের অন্নপ্রাশন করা হয় না।এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব এতই বেশি যে সকল আত্মীয় স্বজনরা আমন্ত্রিত হন,যেখানে একটি বড় জায়গায় বিরাট ভোজের আয়োজন করা হয় এবং অনুষ্ঠানটির জন্য একটা শুভক্ষণ বেছে

তওবা-ইস্তিগফার এবং গুনাহমোচন:

ইস্তিগফার কী?

উত্তর: ইস্তিগফার মানে হলো ক্ষমা প্রার্থনা করা। আল্লাহ হলেন, 'গাফির' ক্ষমাকারী, 'গফুর' ক্ষমাশীল,'গফফার' সর্বাধিক ক্ষমাকারী।

ইস্তিগফার একটি স্বতন্ত্র ইবাদত; কোনো গুনাহ বা পাপ মাফ করার জন্য এই ইবাদত করা হয় না। যেমন: নামাজ, রোজা, হজ ইত্যাদি ইবাদত দ্বারা গুনাহ মাফ হয়; কিন্তু এসব ইবাদত করার জন্য গুনাহ করা শর্ত নয়। তওবা ও ইস্তিগফার আল্লাহ তাআলার অতি পছন্দের একটি ইবাদত। তাই প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ [সা.] নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন ৭০ থেকে ১০০ বার তওবা ও ইস্তিগফার করতেন। অনুরূপ ইমানের পর নামাজ প্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও এই নামাজ আদায়ের পর তিনবার ইস্তিগফার পড়া সুন্নত। অর্থাৎ ইস্তিগফার শুধু পাপের পরে নয়, ইবাদতের পরেও করা হয়।

যেমন হজের পর ইস্তিগফার করা বিষয়ে কোরআনে উল্লেখ আছে, '[হজ শেষে] তারপর তোমরা বেরিয়ে পড়ো, যেভাবে মানুষ চলে যাচ্ছে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' [সুরা বাকারা: ১৯৯]।

ইস্তিগফার সম্বন্ধে কোরআনে আছে, "তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল।[সুরা নূহ: ১০]

"অতঃপর তোমার রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।" [সুরা-১১০ নাসর, আয়াত: ৩]।

তওবা নাসুহা-এর ভুল ব্যাখ্যা:

আমাদের সমাজে কতিপয় বক্তাকে বলতে শুনা যায়, "পূর্ব যুগে নাসূহা নামে একজন বুজুর্গ লোক ছিল। আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা সেই নাসূহার মত তওবা করো।" কিন্তু এই ব্যাখ্যাা কোনও নির্ভরযোগ্য তাফসিরে আসে নি। সুতরাং তা বানোয়াট কথা।

ইবনে তাইমিয়া রহ. এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَمَنْ قَالَ مِنْ الْجُهَّالِ: إنَّ " نَصُوحَ " اسْمُ رَجُلٍ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتُوبُوا كَتَوْبَتِهِ: فَهَذَا رَجُلٌ مُفْتَرٍ كَذَّابٌ جَاهِلٌ بِالْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ جَاهِلٌ بِاللُّغَةِ وَمَعَانِي الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّ هَذَا امْرُؤٌ لَمْ يَخْلُقْهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا كَانَ فِي الْمُتَقَدِّمِينَ أَحَدٌ اسْمُهُ نَصُوحٌ وَلَا ذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَوْ كَانَ كَمَا زَعَمَ الْجَاهِلُ لَقِيلَ تُوبُوا إلَى اللَّهِ تَوْبَةَ نَصُوحٍ وَإِنَّمَا قَالَ: {تَوْبَةً نَصُوحًا} وَالنَّصُوحُ هُوَ التَّائِبُ. وَمَنْ قَالَ: إنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْآيَةِ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ اسْمُهُ نَصُوحٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عِيسَى أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ كَاذِبٌ يَجِبُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ هَذِهِ فَإِنْ لَمْ يَتُبْ وَجَبَتْ عُقُوبَتُهُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ

"আর যে মূর্খ ব্যক্তি বলে যে, নাসূহ হল, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের এক ব্যক্তির নাম। লোকদেরকে ঐ ব্যক্তির মত তওবা করতে আদেশ করা হয়েছে।

যে এমন কথা বলে, সে ব্যক্তি একজন অপবাদ দাতা, মিথ্যুক এবং হাদিস ও তাফসির সম্পর্কে অজ্ঞ। সেই সাথে আরবি ভাষা ও কুরআনের অর্থ সম্পর্কে মূর্খ। কেননা সে এমন [এক কাল্পনিক]